পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

শ্রীসজনীকান্ত দাস
প্রণীত

রঞ্জন প্রকাশালয়
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৩৬ সাল

১ম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল
মূল্য এক টাকা

এ শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখি,
ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি
তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

প্রেয়সী বল্লেন, নেই আগা তার নেইকো মূল—ওই যে কথায় বলে, তোমার হয়েছে তাই—

দু'চোখ বুজে একটা হাই তুলে বল্লাম, দেবী, কিবা অপরাধ কহ—

প্রিয়া বল্লেন, ন্যাকামি রাখ, 'অহরহ তোমার পরের লেখার প্রুফ দেখা দেখে আমি অস্থির হয়েছি, নিজে কিছু লেখ না যে বড় !

বল্‌লাম, ফরমাস কর। খবর রাখ কি, যে দুনিয়ার যত শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখার মূলে তাঁদের প্রেয়সীদের তাগিদ !

হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যে জিদ্ ক'রে ব'সে আছ যে লিখ্‌বে না কিছু, নইলে আমার কি অসাধ—

বারান্দা থেকে পত্নীর সহোদর ভাই প্রসন্ন সিংহনাদ ক'রে উঠল, ওই রে, আবার লেগেছে ! সত্যি সরি, তুই ভারি কুঁদুলে !

দাদার অনুযোগে বোনের চোখের কূলে কূলে জল, বল্‌লে, তুমি আমার দোষটাই দেখলে, দাদা ! আমার লজ্জাটা তো বুঝলে না—

আমি বল্‌লাম, কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের—

থাম। উনি আজকাল কিছু লেখেন না ব'লে সবাই আমায় খোঁটা দেয়, বলে, আমি নাকি ওঁকে গ্রাস—

সর্ব্বনাশ, এবার লিখ্‌তেই হ'ল দেখ্‌ছি। মিথ্যা অপবাদ রট্‌তে দেওয়া ভাল না, কিন্তু লিখব কি নিয়ে?

তোমার যা খুসী, বেশ ক'রে মন দিয়ে বস্‌লে কি আর—

ঢের হয়েছে। আচ্ছা, মহাকাব্য না চুট্‌কী?

মহাকাব্য লেখ্‌বার কি আর সময় পাবে? সময়ের অভাবে আজকালকার কবিরা তো সব ড্যাশ আর ফুট্‌কি দিয়েই কাজ সারে। তুমি চুট্‌কীই লেখ। কিন্তু কাল চাই, তা—

কাল? আচ্ছা, আমি তেতলার ঘরে যাচ্ছি, এক কাপ চা আর বর্ম্মা চুরুট কিছু পাঠিয়ে দাও। তুমি যেও না কিন্তু, তাহ'লেই সব গুলিয়ে যাবে।

রাগ ক'রে প্রেয়সী বল্‌লেন, তোমার কাছে না গেলে যেন কারু ঘুম হচ্ছে না!

তেতলায় গেলে আর হবে কি? পেটে কবিতা নেই লিখ্‌ব কি? তার ওপর আবার এদিক-ওদিকে প্রেয়সীর জ্ঞাত-ভাইরা চুল শুকোবার অছিলায় এসে পদে পদে ভুল ঘটাতে সুরু করেছেন। চুরুট টান্‌তে টান্‌তে হতাশ হ'য়ে ভাব্‌লাম, যা থাকে কপালে, চুরি করি! রবীন্দ্রনাথকে গায়েব করা যাবে না। প্রাচীন কবি, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব কবিদের কিঞ্চিৎ রচনা আলমারীতে ছিল, তাঁদের লেখা থেকে বেছে বেছে টুক্‌লেই বেশ একটি ছন্দ-মঞ্জরী গ'ড়ে তোলা যেতে পারে। সত্যেন দত্তর 'ছন্দ-সরস্বতী'র কথা মনে হ'ল। কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে দেখলাম, Classification এক মহা যন্ত্রণা, নমুনা জুটলেও ঠিক মত সাজাতে হ'লে কিঞ্চিৎ বিদ্যার প্রয়োজন, সুতরাং সে

চেষ্টা ছেড়ে নানা ধরণের চুট্‌কী পদ সংগ্রহ ক'রে মালা গাঁথবার মতলব হ'ল—

প্রথমেই কবি রামপ্রসাদের 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' চোখে পড়ল, একটা জায়গা লাগলও ভাল—

বাজত কত শত মৃদঙ্গ/ যোগিনীগণ নাচত সঙ্গ/ চলিত ললিত গৌর
অঙ্গদামিনী জনু দমকে।
কটিকিঙ্কিনী রণ রণ রণ কর-কঙ্কণ ঝন ঝন ঝন, বোলয় অসি
ঠন ঠন ঠন সঘনে অসি চমকে॥

গোবিন্দদাসে দেখি—

নন্দনন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দিতসিন্ধু-তরঙ্গ॥

এর চাইতে এক ডিগ্রি বেশী জগদানন্দের—

মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপ শবদ গঞ্জি গুঞ্জ, কুঞ্জরগতি-গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুল-নারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ, মালতী ফুল মালে রঞ্জ, অঞ্জন যুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন-গতি-হারী॥

অথবা কবিশেখরের—

কাজর রুচিহর রজনী বিশালা।
তছুপর অভিসার করু নববালা॥

আবার জগদানন্দে—

অবিরত বাদর, বরিখত দরদর বহই তরলতর বাত,
বিষধর নিকর—ভরল পথ অরু কত, অজর বজর বিনিপাত।

হরি হরি—কৈছে চলব কুহুরাতি।

অসম্ভব, এ-সব ছন্দ আত্মসাৎ করা একেবারে পুকুরচুরির সামিল। ব্রজবুলিতে কোনো প্রকারে হয়। কিন্তু বাঙলা—বৃথা চেষ্টা না ক'রে নিজেই কলম ধরব ভাবছি, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা মনে প'ড়ে গেল—

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজ-মুকুতার হার॥

অথবা—

নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।
বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর॥

আবার—

নীলজলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥

বিষয়-সামঞ্জস্যে একেবারে পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার কথা মনে এল। দেখি—

পুষ্করিণীর চাইর পারেরে ফুট্‌ল চাম্‌পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইরা বান্‌তাম চুল॥
পুষ্করিণীর পারে বন্ধু পাতার বিছানা।
রাইতে আইও রাইতে যাইও বন্ধু দিনে করি মানা॥

নায়কের উত্তর—

চইক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্পা ফুল।
আমি যে পাগল হইয়াছি কন্যা দেইখ্যা তোমার মাথার চুল॥

কন্যার কথা—

হাত ছাড় সোনার বন্ধু রে লাজে মইরা যাই।

… … …

অথবা—

আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি—বুঝি না হইল মিলন॥
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর॥

আবার—

লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥

এও অসম্ভব। ছন্দ না হয় আয়ত্ত করলাম, কিন্তু এই সহজ ভাবটি আয়ত্ত করি কি ক'রে? হতাশ হ'য়ে আধুনিক কালের কবিতা লেখার যা সব চাইতে সহজ উপায় তারই সাহায্য নিলাম, অর্থাৎ অনুপ্রাসের সাহায্য নিয়ে লাইনের পর লাইন লেখা। তিনটে চুটকীও লিখে ফেললাম।—

(১)

ফর্ম্মার পরে দেখছি ফর্ম্মা বর্ম্মা চুরুট মুখে,
গলদ্‌ঘর্ম্মা প্রেয়সী অদূরে, মধুরে হাঁকিয়া কহে,
মানুষ-চর্ম্মা নহ তুমি ওগো, তুমি অকর্ম্মা ধাড়ী!
খুকী কয়, মোরে কোলে কর্ মাগো। চড় মারি তারে প্রিয়া

দাসীরে কহেন, সর্ সর্ মাগী ; দর্মা বেড়ার ফাঁকে
দেখে পদি পিসি। পরমান্নের গন্ধ ভাসিয়া আসে।

(২)

ফ্যাক্টরী fat করি' দিতেছে বণিকে,
ডাক্তার, ডাক্ তার এদিকে-ওদিকে।
টীচার বিচার করে জুরী-রূপ ধ'রে,—
প্লীডার লীডার হ'ল জাতীয় সমরে।

(৩)

সন্দ হ'ল গন্ধ পেনু, কন্ধকাটা অন্ধকার,
আস্‌তে পথে কাস্তে হাতে পাশ থেকে কে বললে, "স্যার—
গর্ব্ব করা নয় গো ভাল, তিমিরঘন শর্ব্বরী,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ডাকছে মেঘে ঘর্ঘরি !
বিস্তি যদি খেলবে এস আমরা আছি তিন জনা,
তিন-কোণা এক বাগান, সেথা একটি যে গাছ সিঙ্কোনা।"
থম্‌কে দিয়ে চম্‌কে চেয়ে থম্‌কে গেনু তক্ষুণি,
লজ্জা হ'ল শয্যা 'পরে কাম্‌ড়েছে এক মৎকুণী।

সুবিধা হ'ল না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আর পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা মাথার মধ্যে বেশ একটু নেশার সৃষ্টি করেছিল। তা'ছাড়া প্রেম ছাড়া প্রেয়সী তুষ্ট

হবে না। কি করি! কল্পনাকে ছেড়ে দিলাম, সে তো পথ চলতে লাগল—যত বুনো পাহাড়-ঘেরা দেশ, আফ্রিকা-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া। পথের ধারে ধারে ঘাসের ফুল। তাই তুলে নিয়ে মালা গাঁথা সুরু হ'ল, কিন্তু শেষ হ'ল না। যে কটা ফুল গাঁথা হ'ল তাই প্রিয়াকে দেখালাম, আর অসম্পূর্ণ মালা তার গলায় তুলে দিতে গেলাম। প্রেয়সী বল্লে, আগে শেষ হোক, তারপর মালা পরব। সময় নিলাম, আর এক মাস। কিন্তু ইতিমধ্যে পাঠককেও বঞ্চনা করা যায় না। সুতরাং শুনুন।

(১)

পোপোকেটাপেটেলে
তিনতলা হোটেলে,
দিন ভর গায় গান
সার্জ্জন স্মিথ,
"দোস্ত্ তারে কহিও,
আমি গেছি Ohio,
নাই যদি যায় মান—
যাব মন্টিথ।"
ইহুদিনী জুলিয়া
এল দ্বার খুলিয়া,

চোখ্ মেরে বিল্‌খান
ধরে সুমুখে
ধরি তার কোমরে
স্মরি' কবি ওমরে
কহে স্মিথ্, "দিলজান—
এক চুমুকে
ও-ঠোঁটের পেয়ালা
করি শেষ।" "কি জ্বালা"—
জুলী কয়, লজ্জায়
লাল হ'ল গাল।
পোপোকেটাপেটেলে
তিনতলা হোটেলে
স্মিথ ব'সে গর্জ্জায়,
সুর ঝাঁকতাল।

(২)

মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার,
সেথা বাস কার, সেথা বাস কার ?
আমার প্রিয়ার মন ভার ভার—
বল নাম কার শুন্‌লে।

"মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার"—
শেষ শ্বাস কার, শেষ শ্বাস কার !
সুনীল পাহাড় সবুজ পাতার
কে সে মায়াজাল বুন্‌লে !

(৩)

ভাবি যে চিনি চিনি,
তুমি কি দারুচিনি ?
চলিতে একলা পথে চকিতে নিব্‌ল বাতি,
আসিল আঁধার ঘন, কাফ্‌রি-কালো রাতি।
বিজনে বস্‌লে একা,
বুকেতে উল্‌কী-লেখা—
দূরে ওই পাগ্‌লা-ঝোরা যেন রে বুনো হাতী,
অথবা হরিণ ছানা,
না মেনে মায়ের মানা
পড়িতে বাঘের মুখে লাগিল দাঁত-কপাটী।
ভাবি যে চিনি চিনি।
তুমি কি কাবাব চিনি ?
বুকে তোর হঠাৎ কখন, গজাল ব্যাঙের ছাতি !
চলিতে একলা পথে চকিতে নিব্‌ল বাতি।

(৪)

বনের মেয়ে, ভয় কি তুমি আস্‌বে অভিসারে,
তোমার লাগি রইব ব'সে কঙ্গো নদীর ধারে।
যেথা, চিরে পাহাড়টারে
সখি, ভীষণ হুহুঙ্কারে
ঝরণা ঝরে ঝরঝরিয়ে হাজার খর-ধারে,
বনের মেয়ে, ভয় কি তুমি আস্‌বে অভিসারে।

বনের মেয়ে, বাঘ ভালুকে তোমার কি বা ভয়,
মার্‌ছে যে রোজ দশটা বাঘে করলে তারে জয়!
তোমার জান্‌লে পরিচয়,
তোমার সঙ্গে যাবে, নয়
ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে যোজন দু'চার ছয়,
বনের মেয়ে বাঘ ভালুকে তোমার কিবা ভয়!

বনের মেয়ে, পায়ে যদি বনের কাঁটাই ফোটে,
ব্যথা তোমার দূর করিব ঝরণা-জলের চোটে।
তুমি ভয় কোরো না মোটে
যাব, যেথায় 'চোঙার' ফোটে,
আর শুশুক-ছানা থেকে থেকে ঘাপ্‌টি মেরে ওঠে,
বনের মেয়ে, পায়ে যদি বনের কাঁটাই ফোটে।

বনের মেয়ে, বৃষ্টি এল সকল আকাশ ছেয়ে,
জলের ধারা গড়িয়ে আসে পাহাড় বেয়ে বেয়ে।
আমি রয়েছি পথ চেয়ে
তুমি এস বনের মেয়ে,
আমি ভিজা দেহেই তৃপ্ত হব তোমায় বুকে পেয়ে,
বনের মেয়ে, বৃষ্টি এল সকল আকাশ ছেয়ে ॥

(৫)

তোমরা আছ সুখে
হাসি মুখ ভরা বুকে,
আমাদের ভুলে চুকে
হাসিয়া কুটি-কুটি।
তোমরা আঙুর ক্ষেতে
এসেছে আঙুর খেতে,
আমরা দিনে রেতে
খেটে যাই, নাইকো ছুটি
বসেছ ভুঁয়ের আলে
কাঁচা রোদ পড়চে গালে,

আমাদের নাজেহালে
　　　　মনেতে বড়ই খুসী,
তোমাদের চোখের শরে
চকিতে থাম্‌লে পরে,
বুড়ো জন কঠোর স্বরে
　　　　আমাদের করছে দুষী !
তোমাদের শুধুই খেলা
এসো না কাজের বেলা,
তোমাদের অবহেলা
　　　　করিতে পারি না যে,
পোষাকের বাহার দিয়া
যাও না গ্যালিসিয়া,
সেখানে অনেক মিয়া
　　　　হবে ঘাল সকাল-সাঝে।

(৬)

নড়বড়ে হাড় তোর বুড়ি তুই,
　　　　দুধ দিতে কেন এলি,
কোথা গেল বল্‌ সোমত্ত তোর
　　　　দুলাল কন্যা নেলী ?

সে বুঝি শেখেনি দুধে দিতে জল ?
ক্ষতি কি, নজরে করে যে পাগল !
আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হ'লে
দুনো দাম দিয়ে ফেলি।
'ফুনেনে' সে যদি যায় কব তায়
ফিরে যেতে বেলা-বেলি।

(৭)

আমি না কি প্রিয়া, মাতাল হয়েছি,
কে বল্‌লে, আমি টল্‌ছি ?
এ যে খাঁটি ভূমিকম্প প্রেয়সী,
বাপের দিব্য বল্‌ছি !
সাধনার পথে এগিয়েছি কিছু
খুলেছে দিব্য চক্ষু—
যখন যা খুসি করি ; দেখ, এই
করিলাম বমি, অ্যাক্‌-থু।

(৮)

কালিফোর্ণিয়া,
এনে দেব চুল-বাঁধা রাঙা ডোর, প্রিয়া,
আজ থাক্‌, কাল যাব কালিফোর্ণিয়া।

গাছ পালা জঙ্গল সোনার খনি,
সব চেয়ে প্রিয় মোর প্রিয়া সে 'বনি' !
কালো সে চুলের রাশি, ভালবাসি মৃদু হাসি,
লক্ষ হীরার দ্যুতি সে হাসি গণি'।
বাইরে কি ডাকছে ও, বাহিরেতে নাহি যেও,
কাজ কি দরজা খুলে, দাও দোর দিয়া,—
আজ থাক্ কাল যাব কালিফোর্ণিয়া।
শোন শোন, বনি ধনি, শোন মোর প্রিয়া,
কালিফোর্ণিয়া।

(৯)

রিয়োদোজেনিরোর হাটে,
মাঝ পথে 'কিল্‌বার্ণ' মাঠে—
দেখিনু মনোহর ঠাটে
চলেছে পাহাড়িয়া মেয়ে,

সোনার মত এলোচুল,
তাতেই গোঁজা বনফুল,
ঘটিল কি যে মোহ-ভুল,
রহিনু আন্‌মনে চেয়ে।

হাটের বেলা ব'য়ে যায়,
সে-কথা ভুলে গেনু, হায়—
চরণ-ছোঁয়া সে ধূলায়
একলা রহিলাম বসি'—

বালিকা ঘরে গেল ফিরে,
আঁধার ঘনাইল ধীরে,
উঠ্‌ল উদয়াচল চিরে
বাদুড়-চোষা পাকা শশী।

(১১)

"অরেঞ্জ কঙ্গো নীল লিম্পপো সব চেয়ে
সব চেয়ে কার নাম বেশী ?"
—"জাম্বেসী"—

চরে হাতীর ছানারা তীরে,
কভু ঝাঁপ দেয় কালো নীরে ;
সেথা সিংহ, সিংহিনীরে ;
খুঁজে, খুঁজে পায় শেষাশেষি—
জাম্বেসী।

কোথা বাঘের বাচ্চা কাঁদে
হঠাৎ পড়িয়া কাঁটার ফাঁদে,
কোথা ঝরণার জল-ছাঁদে
নাচে গরিলার স্নায়ু-পেশী—
জাম্বেসী।

কোথা জিরাফ বাড়ায় গলা,
বোকা বোঝে না চিতার ছলা—
কোথা হিপো-গণ্ডার-চলা—
পথে হেথা হোথা মেশামেশি—
জাম্বেসী।

সেই মধুজাম্বেসী তীরে—
কচি পাতা-ছাওয়া সে কুটীরে—
একা চেয়ে চেয়ে কালো নীরে
রহে প্রিয়া মোর এলোকেশী—
জাম্বেসী।

আমি শিকার খুঁজিয়া ফিরি—
যেথা জল বহে ঝিরি ঝিরি—
আর গান গাই ধীরি ধীরি—
সে যে কত ধুয়া পরদেশী—

"অরেঞ্জ কঙ্গো নীল লিম্পপো সব চেয়ে,
সব চেয়ে কার দাম বেশী ?"
—"জাম্বেসী।"—

(১১)

থম্‌থমে রাত্তির ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি,
ডুব্‌ল কি পথ-ঘাট ডুব্‌ল কি সৃষ্টি,
ডুব্‌ল কি প্রেইরী, হারাল কি খেই রে,
নীল মেঘ-বনানীর আঁধারিল দৃষ্টি।

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ জলধারা ঝর্‌ছে,
দুনিয়ার কলটায় পড়্‌বে যে মর্‌চে,
পাগলা আকাশটার আজ জানি হ'ল কি,
আপনারে নিঃশেষ কর্‌বে কি খর্‌চে !

প্রিয়ার আমার মাঝে জল থৈ থৈ রে,
এই সালে ছাওয়ানো তো হয় নাই ছই রে !
এলোকেশে ঝরে তার আকাশের কান্না,
চোখে জল ছলছল, মুখে, "প্রিয় কই রে !"

(১২)

সোনার বরণ চুল—
উপল পথে চপল যেন
ঝরণা কুলুকুল !
কাণে মোতির দুল,
যেন রক্ত-রাঙা ফুল !
কানে দুল্‌ছে দোদুল দুল !
সিংকা পারী মাগদালেনে
নেইকো তাহার তুল

সোনার বরণ চুল,
ঢেউয়ের বুকে ফেনার ফণা
হাওয়াতে গুগ্‌গুল।
ঘট্‌চে মনের ভুল,
আমি হারিয়ে গেছি কূল,
গোছা দুল্‌চে দোদুলদুল।
সুদের রসে মন ভুলেছে
চাইনেকো আর মূল

(১৩)

হুফুট বহর
বরফের ঘর,
তাহারি শহর কেল্লা—

"ওরে বেটা তিমি
মরণ নিকট
তোর যত খুসী জোরে চেল্লা।
তীরেতে দাঁড়ায়ে তোর চেঁচামেচি
ওই দ্যাখ্ প্রিয়া শুন্‌ছে,
আমারে সে চেনে, ভাবে মিছামিছি
তিমি কেন জল ধুন্‌ছে।"

ধব্‌ধবে সাদা
মার্ব্বল্ দাদা,
ঠিক যেন হাঁদা পর্ব্বৎ—

"ওরে বেটা তিমি
কর্ ছট্‌ফট্
প্রিয়া চর্ব্বির খাবে সর্ব্বৎ।

তোর চামড়ায় হবে তাহার পিরাণ
কাবাব বানাবে মাংসে,
যত খুসী জোরে ছোঁড়্ লেজখান
বরফের চাপ ভাঙ্ সে!"
আমাদের ঘরে
রৌদ্রের করে
ঝল্ মল্ করে স্বর্ণ—

"ওরে বেটা তিমি
মিছামিছি জল
তুই করিস ঘোলা বিবর্ণ।
প্রিয়া, তোর চামড়ার পিরাণ খুলিয়া
দেয়নি পর্শ অঙ্গে,
সে যে হ'ল কত কাল, গিয়াছি ভুলিয়া
ভেসেছি জল-তরঙ্গে!"

সেই ঘরে আলো
চোখ দুটি কালো
কারে বাসি ভালো নিত্যি—

"ওরে বেটা তিমি
চুপ্‌চাপ্ চল্
ওই পড়ে বুঝি তার পিত্তি!
ছ'মাস জোগাবি মোদের আহার—
সেটা তোর কম গৌরব,
থাম্‌থাম্, দেখি প্রিয়ার বাহার—
লই তার দেহ-সৌরভ।"

(১৪)

আজিকে আমার এসেছে সহেলি, পহেলি এলাহী রাতিয়া,
মোর অঙ্গের ক্ষেতে জ্বেলে দে জ্বেলে দে হাজারো রঙীন্ বাতিয়া।
মেহ্‌মান আজ বহুত এসেছে আমার দেহের আঙনে।
আঁখ্-ওঠ্-ছাতি সাঙাতি করেছে পহেলি পাগল শাঙনে।
সখিরে—তুহারে বনাব শরাব, শরাব বনাব সখি রে,
বেহুঁস হইবে বেবাক দুনিয়া, ও-শরাব বিখ্ ভখি রে।
মোর আঙুরের ক্ষেত মেদিরায় আছে, মেদিরা সে বহু দূর—
তুহার দেহের শিরীন্ শরাবে নেশায় হইব চুর!
আজিকে আমার এসেছে সহেলি, পহেলি এলাহী রাতিয়া,
মোর অঙ্গের ক্ষেতে জ্বেলে দে জ্বেলে দে হাজারো রঙীন বাতিয়া।

(১৫)

জাগো সখি জাগো রে, 'বল্‌টিক' সাগরে
উঠল সূর্য্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখি জাগো রে, হিমজল-সাগরে
গোল রুটি সূর্য্য, সেঁকা তার দু পিঠই।

শ্লেজ-টানা হরিণেরা দাঁড়িয়েছে বাইরে,
জাগো জাগো প্রিয় সখি, রাত আর নাই রে—

যেতে হবে বহু দূর, ঝল্‌কায় রোদ্দুর
চোখ যেন ঝল্‌সায় বাধা পেয়ে তুন্দ্রায়,
যেতে হবে বহু দূর, বরফে হানিয়া ক্ষুর
হরিণেরা ডাকে, জাগো, থেকো নাকো তন্দ্রায়

জেলেরা বাহির হ'ল শীল তিমি ধর্‌তে,
মর্‌বে কি মার্‌বে যে শুধু এই সর্ত্তে!

জাগো সখি জাগো রে, বল্‌টিক্ সাগরে
ফিরবার কালে যেন না ডোবে ও সূর্য্য!
জাগো সখি জাগো রে, নেক্‌ড়েরা হাঘরে
রাত হ'লে মান্‌বে না বন্দুক-তূর্য্য।

(১৬)

(ক)

হটেন্‌টট্‌ ! ভীষণ শঠ,
নেই ধরম দেওতা মঠ।
বাঘের সাথ দিবস রাত
খেল্‌ছে কোন্‌ বীরের জাত ?
বনের মাঝ শিক্‌রে বাজ
সেঁধোয় কে সকাল সাঁঝ ?
হাতীর শির কাহার তীর
ক্ষুর সমান খাওয়ায় চিড়,
পশু-রাজার ঠিক সাজার
মালিক কে, খুন তাজার ?

(খ)

হটেন্‌টট্‌ ! নামাও ঘট,
ভয় কিসের, নে চট্‌ পট্‌।
সোয়ামী তোর বান্দা মোর,
চোখে আমার লাগল ঘোর।
মিথ্যা ছল্‌ ! করব্‌ বল,
ক'রে পিয়ার ভর্‌বি জল !
ভাই তোমার সে কোন ছার,
আসে আসুক বাপ এবার !"
হটেনটট্‌ ! ভীষণ শঠ,
নেই ধরম দেওতা মঠ।

(১৭)

আজ সাঝে চাঁদ সই, উঠল বনের ফাঁকে ধবধবে পথঘাট
জোছনায়,
লাগছে আঁধার ঘোর তবু সই চোখে মোর, এস তুমি জেলে
দেবে রোশনাই।

ঘাসের ফুল

রূপার ওড়না কার পড়েছে বনের পথে হেথা-হোথা ছোট-
খাটো টুক্‌রায়,
আবছা আলোক দেখে চম্‌কিয়ে বোকা পাখী থেকে থেকে ওই
শোন ডুক্‌রায়।
হঠাৎ পরশে কার ঝরণার জলধারা কঠিন তুষার হ'ল থম্‌কে,
তিয়াষী বনের পশু জল খেতে সেথা এসে ওই দেখ ফিরে যায়
চম্‌কে!
তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু বয়ে যাক্‌
ঝরণা,
ডাক্‌ছে পাহাড় বন ডাক্‌ছে এ দেহ-মন, ফেলে দিয়ে এস
ঘর-করণা।

দুজনে বস্‌ব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে
লতা-কুঞ্জে,

দেখব মু'খানি তব রহি' রহি' চম্‌কানো চঞ্চল খদ্যোৎপুঞ্জে।
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জোছনা ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জ্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব অধর দু'টি ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর
মিষ্টি।

'এস এস এস সখি, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরণার কুলু কুলু ছন্দে,
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা, ঘন তিমিরের
বাহু-বন্ধে।
পূর্ণিমা-চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধব-ধবে পথ-ঘাট জোছনায়,
আমার নয়নে সখি আঁধার শ্রাবণ রাতি, এস এস জেলে দাও
রোশ্‌নাই.

"পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" এই পর্য্যন্ত প'ড়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় যে protest করেছিলেন, সেটাও তাঁর অনুমতিক্রমে এখানে মুদ্রিত হ'ল।

কবি ওগো কবি,
উত্তপ্ত তোমার কাব্য-গোবি
ছড়াইয়া আছে হের দিগন্ত আগুলি—
সিদ্ধি ভাঙ কিম্বা গাঁজা গুলি
যাহা কিছু খাই
কাব্য-অনন্তের তব কিনারা না পাই।

নই আমি তব সম কবি—
ভারতীর Sole-Agency লভি
এ জগতে আমি আসি নাই,
স্বভাব-সুলভ-মোহে ভালবাসি নাই
ছন্দ-ধারাপাতে—
সখা, তাই জলে স্থলে উঠানে কি ছাতে
সর্ব্বঘটে অবাধে অক্লেশে
মগজ-চোঁয়ান তীক্ষ্ণ শ্লেষে

ভরাতে পারি না খাতা মুহূর্ত্তেকে,
ছন্দ মম তিন ঠ্যাঙে চলে একেবেঁকে,
বেজে ওঠে কেঁদে কেঁদে, কে যেন সেতারে
কাঁচা হাতে গৎ ভেঁজে ছড়ায় বে-তারে।

অতএব ক্ষমা,
তব মর্ম্ম-Ledger-এতে কর কিছু জমা
আমার Credit-পাতে,
কবিতা ধরেছি বলে তোমার সাক্ষাতে।

তব প্রেম fatal-urgeএ পড়ে
কল্পনায় চড়ে
কত দেশে কর বিচরণ,
দুনিয়ার অন্দরেতে ফেল শ্রীচরণ
বেপথু বর্জ্জিয়া,
মত্ত ছন্দ confidenceএ সঘনে গর্জ্জিয়া।

কিন্তু সখা,
যদিও সকল চখীদের—তুমি একা চখা,
তবু হেরি তব partiality—
এ শনিবারের চিঠি
Record করে না তব ভীম প্রণয়ের
সার্ব্বভৌম আবেগের জের।

ঘাসের ফুল

সব দেশ ঘুরে এলে
বিবাহিতা পত্নীটিকে ফেলে,
কিন্তু গেলে নাকো চীনে,
জাপানী গেইশাগণও তব প্রেম বিনে
মরে খেয়ে খাবি।

আমি তাই ভাবি
কি কারণে কবি, তুমি
মঙ্গোলিয়া ভূমি
বাঁচাইয়া তির্য্যক্ গতিতে
দেশে দেশে ঘর ভাঙ, সতীতে-পতিতে
বিচ্ছেদ ঘটাও,
Puritan পিতা 'পরে কন্যারে চটাও!

নিপ্পনে কেপ্পন কেন তব ভালবাসা?
পিকিঙে ক্যাণ্টনে কেন বাঁধে নাকো বাসা
তোমার হৃদয়খানি?

কেন বাণী
বীণা-হীনা হন গেলে ব্যাঙ্কক, সাংহায়ে?
বল কবি আমারে সমঝায়ে,
খাঁদা নাক ঠুঁটো ঠ্যাং বলে
তুমি কি গো যাও নাকো গলে?

হেরিয়া ইয়োকোহামা-মঠ-বাসিনীরে,
আঁখি তব যায় নাকো কভু ভাসি নীরে !
টোকিও ওশাকা কোবে শুভ্র ফুজি-ক্রোড়ে,
পঞ্জর হৃৎপিণ্ড চাপে ওঠে নাকো নড়ে ?

কঙ্গো, মিসিসিপি
লভে তব লিপি—
হোয়াংহো ইয়াংসিকিয়াং বয়ে যায়,
বিরহে হতাশ চীন-সাগরেতে ধায়,
তব অবিচারে জর জর।
ইহার কিনারা কর কর।
হে বিশ্ব-প্রণয়ী, যক্ষ,
রক্ষ রক্ষ,
মেলিয়া কাব্যের পক্ষ।
বিদীর্ণ কলিজা বক্ষ
খাঁদা বোঁচা লক্ষ লক্ষ
রমণীরা তব সখ্য
নাহি লভি, লভে মোক্ষ।
অতএব রেখো লক্ষ্য
কাব্য-মরু-সাহারার হে কবি-হর্য্যক্ষ,
তারা যেন ভুলে গিয়ে ভক্ষ্য,

ইজের কিমোনো ফেলি স্বর্গে যায় দ্রুত,
আর ফেলি যায় গেতা—বেণুজাত জুতো !
স্থলেমানী salt খেয়ে উঠে পড়ে লাগি
কর স্থবিচার—শুধু এই ভিক্ষা মাগি ॥

বন্ধুবর protest করেছেন, আমার মন না কি পথ চলতে গিয়ে ফাঁকি দিয়েছে, যত বুনো পাহাড়ে দেশে, মায় উত্তরমেরুতে পর্য্যন্ত সে দিয়েছে পাড়ি, কিন্তু চীন আর জাপানে কিকু, হানা, সাকুরা ফুটেছে আর ঝরেছে, পথের দুধারে সারি সারি ফুলের গাছ— আমার নজরে পড়েনি। জাপানী গেইশার বেণীবন্ধন আমি উপেক্ষা করেছি, ইয়োকোহামার মঠবাসিনীর শান্ত মূর্ত্তি আমার চোখে 'নীর' আনেনি। বন্ধু ভুল করেছেন, ইচ্ছে ছিল শুধু ঘাসের ফুলের মালা গাঁথব, প্রেয়সীর চুলে জড়াব সেই মালা। ফুল পৃথিবীতে অনেক ফোটে, আমার অর্ঘ্য-থালায় তাদের ঠাঁই দেব না। বনের মানুষের মনের কথা শুন্‌তে চেয়েছি, পাহাড়-দেশের মেয়েদের বাহার দেখ্‌তে গেছি। সভ্যতার সৃষ্টি গ্রাম নগর রাজপথের ধারে চলতে ভরসা পাইনি—তারা তো নিজেদের কথা নিজেরাই বলেছে, আজও বলছে নিত্য নূতন ছন্দে, অপরূপ ভঙ্গিতে—গান গেয়েছে সুর গেঁথেছে, মাল্য রচনা করেছে, মহাকাব্য সৃষ্টি করেছে। সৌধের পর সৌধ, অপূর্ব্ব, বিচিত্র; ফলফুলশোভিত উদ্যান, নিভৃত নিকুঞ্জ, কুসুমিত উপবন। প্রেয়সীকে তারা শুধু চোখ দিয়ে দেখেনি, শুধু স্পর্শ ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি, তার মনকে জাগিয়েছে, বলেছে—

অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা—

বলেছে—Where my heart lies, let my brain lie also!

আমি তাই সভ্য দেশগুলিকে পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে পাহাড়-

বনের অন্ধকার, প্রান্তর-কান্তারের নির্জ্জনতা খুঁজে খুঁজে চলেছিলাম; যেখানে আদিম মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে চেয়েছে তার সঙ্গিনীর দিকে, তার দেহকে ভালবেসেছে, মনের নাগাল চায়নি। নইলে শুধু চীন জাপান কেন, সেক্সপীয়ার, শেলী, ব্রাউনিংএর ইংলণ্ড; হুগো, বোদ্‌লেরের ফ্রান্স; গ্যেটে, হাইনের জার্ম্মানী; রবীন্দ্রনাথের বাংলা; হুইটম্যানের আমেরিকাতে আমি যাইনি। ভারতবর্ষে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, অমরু, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করে গেছেন; পারস্যে সাদি, হাফিজ, ওমর; গ্রীসে হোমর, সাফো, থিওক্রিটাস; ইতালীতে দান্তে, ভার্জ্জিল, ওভিড প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রেমকে জয়যুক্ত করেছেন; এসব দেশের মানুষ তাদের ভাষা পেয়েছে, মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম এখানে পাথরে গাঁথা হ'য়ে গেছে। এখানে পুরুষ শুধু প্রেমের মন্দিরে আহুতি জোগায়নি, মেয়েরাও বলেছে—

And wilt thou have me fashion into speech
The Love I bear thee, finding words enough.
And hold the torch out, while the winds are rough
Between our faces, to cast light on each ?
I drop it at thy feet. I cannot teach
My hand to hold my spirit so far off
From myself—me—that I should bring thee proof
In words, of love hid in me out of reach.
Nay, let the silence of my womanhood
Commend my woman-love to thy belief.—

Seeing that I stand unwon, however wooed,
And rend the garment of my life, in brief,
By a most dauntless, voiceless fortitude
Lest one touch of this heart convey its grief.

এখানকার মেয়েরাও তাদের চরমতম বাসনা প্রকাশ ক'রে বলেছে—

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me ;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree ;
Be the green grass above me
With showers and dew-drops wet ;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain ;
I shall not hear the nightingale
Sing on as if in pain :
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember
And haply may forget.

তাই নমস্কার করি গ্রীস রোম পারস্য ভারতবর্ষ চীন জাপান ইংলণ্ড জার্ম্মানি ফ্রান্স আমেরিকাকে—সকল সভ্য দেশকে ; নমস্কার করি,

ভাষায় প্রকাশিত মানুষের প্রেমকে, দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যা পৌঁছেচে। প্রেম সম্বন্ধে চরম কথা তাঁরা বলেছেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥

কিন্তু আলোক আর অন্ধকার এই দুই নিয়ে জগৎ। আঁধারের মানুষ এখনো পথ খুঁজে ফিরছে। সৃষ্টির আদিম যুগের বিস্ময়ের ঘোর এখনো তার কাটেনি। সে মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর পানে চেয়েছে, অর্দ্ধব্যক্ত ভাষায় বলেছে—ভালবাসি। যা দেখি, যা ছুঁই, যা ভোগ করি তাকেই ভালবাসি। এই মুগ্ধ দৃষ্টি, এই স্পর্শ-লোলুপতা, এই ভোগস্পৃহাই আমার ঘাসের ফুল। আমি এরই সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, "বাকী আমি রাখব না কিছুই।"

এমন সময় বন্ধু protest করলেন। চীনে জাপানে যেতে হবে। গেলাম। শাম্পানে চেপে সূর্য্যোদয়ের দেশের ঘাটের কূলে পৌছেচি, পাশের শাম্পানে গলুয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় এক জন গান ধরেছে—

নীল আকাশে তিন-কোণা
হাল্‌কা মেঘের আল্‌পনা—
মেঘ নয়কো তুষার ও, সেলাম ফুজিসান।
নামিয়ে দে রে পালগুলো
নিবিয়ে দে রে সব চুলো,
তীরের কাছে ভিড়্‌ব গিয়ে, সাবাস্‌ রে শাম্পান!
নিথর নীল সাগর জল,
দাঁড়ের ঘায়ে ছলাৎ ছল—
ঢেউ নেইকো সাগর বুকে, আমার বুকে ঢেউ।
কে জানে সে আস্‌বে কি ?
আব্‌ছা ছবি কার দেখি,
ঢঙ দেখে ভয় জাগ্‌ছে মনে আর বুঝি বা কেউ!
তীরের কাছে গাছের সার,
ভোরের আলোয় অন্ধকার—
সাবাস ভাই, এই তো চাই, জোর্‌সে ফেল দাঁড়!

নীল রুমাল,—প্রিয়াই ঠিক !
ওদিক নয়, চল্ এদিক—
দোহাই বাবা ফুজিসান, তোমায় নমস্কার !

তীরে নামা গেল। কুরুমার (১) যেন ভিড় লেগেছে। আমাকে একেবারে ছেঁকে ধর্‌ল। উঠে পড়্‌লাম একটাতে। গান গাইতে গাইতে বাহক চল্‌ল—

বড্ড ভিড়, জোর্‌সে চল্, সাবাস্ বীর চল্ সিধা—
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

ছাড়িয়ে এনু সাগর-তীর—নয় কুরুমা, উড়্‌তি তীর—
সাতটি সিকা না দিই যদি গিন্নী আমার কর্‌বে মান !
এক পলকে কাবার রি (২), দশটা পথের মোড় ফিরি,
সাকের (৩) খেয়াল নয়কো এ, দিই না কভু হ্যাঁচ্‌কা টান।
ডাইনে নয়, বাঁয়সে কি ? সাম্‌নে যাই, নাই দ্বিধা !
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

মাঝ পথে ওই গেইশারা (৪) নাচ্‌ছে যে পাগল-পারা,
মুখপুড়ীরা সর না রে, শুনিস্ না কি ? নাই কি কান ?

---

(১) রিক্স। (২) প্রায় ২॥ মাইল। (৩) মদ। (৪) নর্ত্তকী।

দেমাক দেখে পায় হাসি, টাটকা ফুল কাল বাসি,
গিন্নী তাজা নিত্যি রে, তাইতে খাবি খাচ্ছে প্রাণ !
মিষ্টি আজ কাল কটু, তাইতে তো যায় না ক্ষিদা—
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

হঠাৎ এক জায়গায় দেখি আর একটা কুরুমা সঙ্গ নিয়েছে। দুই কুরুমার পাল্লা লেগে গেল। আমি একা, অন্য কুরুমায় দুজন, একটি পুরুষ একটি স্ত্রী, সম্ভবতঃ স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে স্বামীকে কি যেন বল্‌ছে, স্বামী দুটি-একটি কি প্রশ্ন কচ্ছে। কান পেতে সেই হট্টগোলের ভিতরেই শুন্‌লাম—

স্ত্রী। ও-কি ও, ও-কি ও,
এসে গেছি ভোকিও !
স্বামী। পথে ওই দাঁড়িয়ে কে ?
স্ত্রী। মোর প্রিয় সখি ও।
স্বামী। দু-পথের মোহানায়
ও কে ?
স্ত্রী। ও যে ওহানা !
হেঁকে কয়, 'সখি এল,
দুধ তবে দোহা না।'

আহা, ছাড়, কর কি ?
দেখবে কে, সর, ছি !

স্বামী। সাপ নই ব্যাঙ নই,
ওঠ কেন গরজি ?

স্ত্রী। যাচ্ছি কি পালিয়ে ?
ঘর নয়, খালি এ—
ঘরে চল তোমাকেই
মারব যে জ্বালিয়ে !

স্বামী। বুঝেছি তা ধরণে,
থাকৃব কি স্মরণে ?
ফির্বে মাতিয়ে পাড়া
চঞ্চল চরণে !

স্ত্রী। গেল পাঁচ বর্ষে
আসি নাই ঘর সে,—

স্বামী। তাই ভয় মোরে বুঝি
ভুল্বে সে হর্ষে !

কি মীমাংসা হ'ল শুন্তে পেলাম না। ছাড়িয়ে এলাম। খানিকটা যেতেই দেখি একটা আটচালার মত ঘরে ব'সে একদল ছোকৃরা মদ খাচ্ছে আর সবাই এক সঙ্গে গান গাচ্ছে—

জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে, (১)
সাকে দে সাকে দে সাকে দে দে রে।
তোকোনোমায় (২) আছে বোতল তোলা,
ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিছে খোলা,
(কিছু) বেগনী কি ফুলুরী ভাজা ছোলা
আনিয়ে নে এই বেলা, আনিয়ে নে নে রে।
জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে ॥

হোটেলে যাবে কে, দর যা বেশী,
চুষবে রেস্ত সবই শেষাশেষি !

গেইশা দু-চারটাকে আন্ না ধ'রে,
চুমুকে হবে কি টান্ না জোরে,
হাস্ছে কেন ওরা দাঁড়িয়ে দোরে—
(কিছু) আছে বাকী ? ওদের দে দে দে দে রে।
জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে।

মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। গানের স্থর আমার মগজেও নেশা ধরিয়ে দিলে। কত কি যে ভাবতে লাগলাম ! বনের মানুষ সভ্য হ'ল, শহর পত্তন করলে, নিজেকে রেখে ঢেকে চল্তে লাগল। কলে বাঁধা

---

(১) মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে। (২) কুলুঙ্গী।

নিয়মের দাস শিক্ষিত মানুষ, তার সহস্র বাঁধন, অসংখ্য গণ্ডী। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে কেন? মাটির বুকে গজাল ধান, গজাল আঙুর। তাই পচিয়ে মদ হ'ল। মদ খেয়ে সভ্য মানুষ সভ্যতা ভুলল। ফিরে এল সেই আদিম বর্ব্বরতা। মাতালের Philosophy হ'ল পৃথিবীর সেরা philosophy। বিস্মৃত অতীতের কথা ভিন্ন রূপে আবার তার মনে প'ড়ে গেল।

যাদৃশী ভাবনা যস্ত—দু পা যেতে না যেতেই দেখি আর একটা জায়গায় মেয়ে পুরুষে খুব হল্লা করছে—সবাই তরুণ আর তরুণী। নাচ গান চল্‌ছে—

পড়েছি ঘূর্ণী পাকে,
নাচি গাই পথের বাঁকে
হাতে হাত কাঁধে কাঁধে—
ফূর্ত্তি চালাও।

বসিয়া দুয়ার পাশে,
বুড়োরা মুচকে হাসে—
খুক্ খুক কেউ বা কাশে-
ফূর্ত্তি চালাও।

বুড়ীরা বল্‌ছে কারে
এত আর ঢলাস্‌ না রে,
রূপসী ঘাড়টি নাড়ে—
ফুর্ত্তি চালাও।

দুখে আজ মারো লাথি
আজিকে পোহাক রাতি—
হবে হোক কালকে সাথী—
ফুর্ত্তি চালাও।

আজিকে হল্লা খালি
পোড়া রে মনের কালি,
সুরা আর সুর দে ঢালি—
ফুর্ত্তি চালাও।

হা হা হা হো হো হো হো
নাইবা কাট্‌ল মোহ—
করেছি সমারোহ—
ফুর্ত্তি চালাও

কুঙ্কুমাটাকে বিদায় দিয়ে একটা বাগানে গিয়ে বস্‌লাম। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। সেখানেও দেখি একদল ইয়োরোপীয় ছাত্র গোলাপী নেশায় মশ্‌গুল হয়ে একটা জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। একজন গান ধরেছে—

কাঁচা প্রেমে অহো দুনিয়াটাকেই দেখায় রঙীন দেখায় রে,
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—
পথে যেতে যেতে চুমুকে সে সুরা পান ক'রে কেবা যায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

পরাণ তাহার প্রেমের কিরণে ঝলমল্ করে ঝলমল্—
আঁখিতে এখনো ঝরেনি অশ্রু করে নাই আঁখি ছল ছল্,
বেদনা কোথায় প'ড়ে আছে চাপা আজো যৌবন ঢল ঢল্—

সোনার স্বপন দেখি সে আজিও ঘুমঘোরে চমকায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

বয়স যেমন বেড়ে ওঠে বিষ হয় সেই প্রেম হায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—
গাঁজিয়ে ওঠে সে সুরার পেয়ালা ভয়ে উৎকণ্ঠায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

অতীত তাহার সোণার কিরণে ঝলমল্ করে ঝলমল্—
সুখের দিনের স্মরণে নয়নে দুখের অশ্রু ছল ছল্,
ভাঙা যৌবন যেটুকু রয়েছে তাও যে করিছে টলমল্—

সুমুখে তখন রুদ্ধ যে পথ পিছু পানে তাই চায় রে।
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা।

যৌবনের হর্‌রার মধ্যেই বিষাদের ঘোর, শুধু কি গানের খেয়াল! অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বাগান ধীরে ধীরে জন-বিরল হ'ল। একলা ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি—এবারে কোথায় যাওয়া যায়, পাশের একটা ঝোপে যেন ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ শুন্‌লাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। শুধু শোনা গেল কে একজন কাকে বল্‌ছে—

তব বাতায়ন তলে আমি সখি, নীরবে দাঁড়ায়ে রহিব,
যখন জ্যোৎস্না হইবে ম্লান,
আব্‌ছা আলোয় ঢাকিবে মেদিনী, ভয়ে ভয়ে আমি রহিব,
আমি মধুরে গাহিব গান।
কোমল শয্যা 'পরে শুয়ে তুমি সোনার স্বপন দেখিবে,
মুখে ফুটিবে ঈষৎ হাসি,

ভাঙিলে নিদ্রা বাতায়ন খুলে চকিতে চাহিয়া দেখিবে .
শুধুই উর্দ্ধে তারকারাশি।
ঘুমের আবেশে ফেলিবে ছুঁড়িয়া দলিত কবরী-কুসুমে
কত মধুর সে অবহেলা!
সযতনে সখি লইব কুড়ায়ে ধূলিলুণ্ঠিত কুসুমে
তোমার কবরী খসায়ে ফেলা।
ভোরের তুষার সমীর তোমার ললাট যাইবে পরশি
তুমি পারিবে কি সখি জানিতে,
হৃদয় আমার হইল শীতল তোমার অধর পরশি
সে কোন্ দীরঘ নিশাসখানিতে!

সখি কি জবাব দিলেন শোন্‌বার বাসনা হ'ল না। জাপান ছেড়ে দ্রুত সূর্য্য-করের সাথী হ'য়ে চীনে পাড়ি দিলাম। জাপানে যে চাঞ্চল্য দেখে এলাম এখানে তার কিছুই নাই, সব শান্ত সমাহিত। যে যার আপন কাজে বেরিয়েছে। কারু মুখে হাসি নেই, গম্ভীর মুখে পথিকেরা পথ চলেছে—সবাই যেন এক একটা বুদ্ধমূর্ত্তি। এদের মনে আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আছে কিনা বোঝা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা এদের চোদ্দ বছরের ছেলের মুখেও যেন মাখা রয়েছে।

পথ চল্‌তে এক জায়গায় গান শুনে চম্‌কে উঠলাম। চীনেরা

গান গায়! দেখি একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাড়ী তৈরী হচ্ছে। সর্দ্দার গান গাচ্ছে আর সেই তালে তালে সব কুলীরা কাজ ক'রে যাচ্ছে—

কে যাবি রে সাংহায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্ ঠকাঠক্ ঠোক্ হাতুড়ি
তোল কড়ি আর বর্গা তোল,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস্ মিছা গণ্ডগোল।

মিথ্যা কাজের দাঙ্গা এ
মনটাকে নে চাঙ্গায়ে,
বেড়ায় যারা ফুলিয়ে ভুঁড়ি
হোক্ না তাদের চাম্ড়া লোল,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
হাতের টানে পাহাড় তোল।

তুল্তে হবে চার তলায়
হাঁক রে সবাই জোর গলায়—
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
পীত সাগরে ভাস্ছে ঘর,

কান পেতে কে শুন্‌ছে গান
হিসাব করিস্‌ ছুটির পর।

ধন্য সড়ক কা'র চলায়
পলার মালা কা'র গলায়,
চাম্‌চে কাঠের মাজছে ওই
ঝুলিয়ে দু পা জলের পর,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
ঠোক্‌ ঠকাঠক্‌ জল্‌দি কর।

সময় অতি মাঙ্গা রে,
কার বিয়ে কার সাঙ্গা রে!
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
কে ভরেছে প্রিয়ার কোল,
আমার হাতের তৈরী দোলা
চোখ বুজে কে খাচ্ছে দোল!

কে যাবিরে সাংহায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্‌ ঠকাঠক্‌ ঠোক্‌ হাতুড়ি
তোল কড়ি আর বর্গা তোল,

হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস্ মিছা গণ্ডগোল।

মুটে মজুরের গান, তার মধ্যেও তেমন উচ্ছ্বাস নেই, আশ্চর্য্য দেশ! রাস্তা ছেড়ে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করব ভেবে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। একটা ঘর, মধ্যে একটা কাঠের পার্টিশন দেওয়া। চা খেতে খেতে পার্টিশনের ওপারে শুনি বিশ্রম্ভালাপ চল্ছে— স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠে। স্ত্রী কণ্ঠ বল্ছে—

যদি আমায় বাসো ভালো—
আমার নয়ন দুটি কালো
আমার কালো চুলের রাশি
তবে শোনো প্রিয় শোনো,
কহি, গোপন কথা কোনও,
ভেবে ফুটছে মুখে হাসি।
আমি তোমার লাগি প্রিয়,
হব হবই রমণীয়—
বল, কে চায় কুসুম বাসি?

ঘাসের ফুল

তোমার   পায়ে গেতার মত
লেগে   রইব অবিরত,
কভু হাওয়ার মত ভাসি,
আমি   হান্‌ব পরশ গায়ে
একা   চল্‌ব তোমার গাঁয়ে,
তুমি হও যদি উদাসী,
শুধু   এইটুকু জানিও
তুমি   একলা নহ প্রিয়—
কানে বাজ্‌বে অনেক বাঁশী!
যারা   বর্‌বে সমাদরে
আমি   আছি তাদের তরে
যারা বল্‌বে ভালবাসি,
তুমি   তখন বোকার মত,
দেখো   দেখিয়ে বুকের ক্ষত,
আমায় বল্‌বে, সর্ব্বনাশী!
আমি   বল্‌ব শুধু হেসে
কেন   নাওনি ভালবেসে
পাশে হাজির ছিল দাসী।

যুক্তিটা মন্দ নয়, কিন্তু এ নায়িকা প্রগল্‌ভা, প্রেমিক-বরের জবাব এত মৃদু যে চেষ্টা ক'রেও শুন্‌তে পেলাম না। দোকান ছেড়ে ঘুর্‌তে

ঘুরতে একটা সুবৃহৎ বাগানের হাতায় ঢুকে পড়লাম, কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাগান নিশ্চয়। একটা গাছের তলায় একটা পাথরের আসনে ব'সে আছি। একটু তন্দ্রার মত এসেছে। তন্দ্রার ঘোরেই শুন্‌লাম একটা অত্যন্ত ব্যথিত মিষ্টি স্বর—নারীকণ্ঠ। কোনো কুঞ্জে আত্মগোপন ক'রে কে যেন গাইছে—

এসো না এসো না, শোন মিনতির কথা।
তুমি আন্‌মনে এসে আমার গোপনকুঞ্জে
যদি নয়ন মেলিয়া না হের কুসুমপুঞ্জে
সেও ভাল, তবু দলিত কোরো না লতা!

আমি রহি না কো হেথা সকাল সন্ধ্যা রহি না,
তরু-আলবালে জল সেচিবারে জল বহি না,
আমি ভালবাসি শুধু দুপুরের আর নিশীথের
নীরবতা।
এসো না এসো না, শোনো মিনতির কথা।

তব চরণের ঘায়ে মরে যদি লতা দুখ নাই মোর দুখ নাই,
জননী আমার পশিয়া কুঞ্জে দেখে যদি শুধু ভাবি তাই—

তাহারে বলি বা কি—
'কুঞ্জে আমার এসে ফিরে গেছে অকাল-বৈশাখী,
ধূ ধূ গোবি-মরু উত্তরি' মাগো হিম আলতাই হ'তে
চকিতে আসিয়া ফিরেছে চকিতে চরণ-চিহ্ন রাখি,
সে তো বোঝেনি আমার ব্যথা !'—
এসো না এসো না, শোনো মিনতির কথা।

বড্ড ভয় ভয় করতে লাগল। ব্যথার ভয়ে বাংলা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি, এখানেও সেই ব্যথা ! বাগানে থাকৃতে আর ভরসা হল না, একছুটে একেবারে চীন পেরিয়ে অনেক পাহাড় জঙ্গল নদী ছাড়িয়ে একটা জায়গায় এসে পড়লাম—জায়গাটার নাম জানি না। দেখি পাঁচজন ন্যাড়ামাথা লোক সাম্‌নে এক এক বদ্‌না মদ আর একটা ক'রে পেয়ালা নিয়ে ব'সে আছে। মদ খাচ্ছে, ন্যাড়া মাথা নাড়ছে আর গাইছে—

ভর্‌ রে সুরা ধর পেয়ালা
আঁধার জীবন কর্‌ রে আলা,
সুখ ক্ষণিকের সুখ দেয়ালা,
দণ্ড দুয়ের হর্‌রা চালা, বাস !

নিশির শিশির রয় না রোদে
মেলেই আঁখি নয়ন মোদে,
কি প্রয়োজন নীতির বোধে ?
শান্তি কি ছাই মন-নিরোধে   পাস !

জ্বল্‌ছে বুকে বিস্‌বিয়াস্‌,
যীশুর বাণী কন্‌ফুসিয়াস্‌
মেটায় কি সে মনের তিয়াষ,
ধর্ম্ম কারো পূরায় কি আশ,   কও ?

ভ্রমর বেড়ায় ফুলে ফুলে
ফোটায় সে হুল সব মুকুলে,
রাখ মনের দরজা খুলে
পাচ্ছ যা' তা দু' হাত তুলে   লও

জন্ম আগের স্মরণ-খানি
মনে তোমার নেই তা জানি।
ভবিষ্যতের ভাবনা টানি
মিথ্যে এ সব হানাহানি   ভয়—

সবই যখন ভুল্‌বে দাদা,
সুরার 'সূরা' ভুল্‌তে বাধা—
সামনে পিছে বেবাক সাদা !
দণ্ড দুয়ের রঙ জেয়াদা নয়।

শুনে একটু সুস্থির হওয়া গেল। কিন্তু এবারকার যাত্রায় সেই সহজ প্রেমের সন্ধান আর মিল্‌ল না। ঘাসের ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। শুধু আঙুরের ক্ষেত দেখলাম। প্রেয়সীর কাছে সময় নিয়েছিলাম এক মাস, কিন্তু মালা আর সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। ভবিষ্যতেও আর চেষ্টা করব না। জানি, চেষ্টা বিফল হবে, মানুষ সভ্য হয়েছে। তার মনের সে সারল্য নেই।

অসম্পূর্ণ মালাই প্রেয়সীকে নিবেদন কর্‌লাম, সঙ্গে নিবেদন-লিপি—

তোমার লাগিয়া সখি, গিয়েছিনু বহু দূর পার হ'য়ে নদী-
গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুল-
মধু-বিন্দু
বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল
হ'য়ে ফুট্‌ছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা
কুট্‌ছে,

যেখানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
ক্বচিৎ আলোকরেখা ভয়ে-ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ
করি ছিন্ন।

যেখানে জলের ঢেউ উদ্দাম-উত্তাল, যেখানে জলের ঢেউ
স্তব্ধ—
রহি' রহি' ওঠে যেথা তিমির লেজের ঘায়ে বরফের
চাপভাঙ্গা শব্দ।

যেখানে কাঁটার গাছে ফুটেছে রঙীন ফুল বিতরিছে মৃদু মধুগন্ধ,
কাঁটা-ঘায়ে আঙুলের ক্ষতমুখে রক্তের লাল রঙ দেখে
মহানন্দ।

তুষিতে প্রিয়ার মন অবোধ যুবক যেথা ক্ষুরধার নদী
যায় সাঁতরে,
হাতি-বাঘ-গণ্ডার-সিংহের বাসভূমে নির্ভয়ে ধায় কুহুরাত্রে।
যেখানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ
রৌদ্রে,

আঁখিতে আঁখিতে প্রেম, প্রকাশের ভাষা আজো
পায় নাই পদ্যে কি গদ্যে।

ঘাসের ফুল

সেই ফুল সেই ভাষা সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া
এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা কানে-কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি
বাহুবন্ধে।
এ-শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখি ঘাসের ফুলের
কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

["পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

প্রবাসী প্রেসে, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ও রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রঞ্জন প্রকাশালয়ে ও ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।